

## সর্বস্বত্ব আল্লাহ - কেন তিনি হজরত আদম + হাওয়াকে গুনাহ করা থেকে রক্ষা করেননি?

**আপনার অসাধারণ প্রশ্ন:** সর্বস্বত্ব আল্লাহ - কেন তিনি হজরত আদম + হাওয়াকে গুনাহ করা থেকে রক্ষা করেননি?

**উত্তর:** আল্লাহর সর্বস্বত্বতার কারণে তিনি হজরত আদম ও হাওয়াকে গুনাহ করতে বাধা দেবেন না! আল্লাহ নিখুঁত জ্ঞানে জানতেন যে একটি পরিবার থাকতে হবে যারা তাঁকে স্বেচ্ছায় তাঁকে ভালবাসবে। তাঁকে তাদের নিজেদের গুনাহের জন্য এবং তাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখতে দিতে হবে যিনি তাদের নিখুঁতভাবে ভালবাসেন।

হজরত আদম + হাওয়ার বিদ্রোহের ড্রাজেডিতে, আল্লাহ তাদের জন্য ঈসা মসিহের কোরবানির মাধ্যমে তাঁর সৃষ্টির প্রতি তাঁর নিখুঁত ভালবাসা প্রকাশ করেন। তিনি তাদের নিজের সাথে পুনর্মিলন করেছিলেন এবং তাদেরকে পুত্র ঈসা মসিহের নিখুঁত ন্যায়পরায়ণতার সাথে তাদের দান করেছিলেন।

যখন একজন ব্যক্তি মারা যায় এবং আল্লাহর সাথে বেহেস্তে অনন্তকাল ধরে থাকে, তখন সেই ব্যক্তি কখনও, অথবা তখন আর আল্লাহর বিরুদ্ধে গুনাহ করবে না এবং মৃত্যু ও বিচ্ছেদের মুখোমুখি হবে না। এর জন্য ঈসা মারা গেছেন কারণ।

- ইউহোনা ১৫:১৩ কেউ যদি তার বন্ধুদের জন্য নিজের প্রাণ দেয় তবে তার চেয়ে বেশী মহত্ত্ব আর কারও নেই।

এই মহান, প্রায় অকল্পনীয় সত্য একটি অবিশ্বাস্য সমান্তরাল আছে। হজরত ঈসা পৃথিবীতে এসেছিলেন তাঁর সমস্ত ঐশ্বরিক গুণাবলী ধরে রেখে যা তাঁর নিখুঁত মানবতার সাথে একত্রিত হয়েছিল। তিনি সহজেই আমাদের গুনাহীদের জন্য মরতে অস্বীকার করতে পারতেন।

যখন সৈন্য ও ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ ঈসাকে সলিববিদ্ধ করার অভিপ্রায়ে গ্রেপ্তার করতে এসেছিল তখন আমরা বিস্ময়ের সাথে নিম্নলিখিতটি পাঠ করি:

- মথি ২৬:৫২-৫৪ তখন ঈসা তাঁকে বললেন, “তোমার ছোরা খাপে রাখ। ছোরা যারা ধরে তারা ছোরার আঘাতেই মরে। **তুমি কি মনে কর যে, আমি আমার পিতাকে ডাকলে তিনি এখনই আমাকে হাজার হাজার ফেরেশতা পাঠিয়ে দেবেন না?** কিন্তু তাহলে পাক-কিতাবের কথা কিভাবে পূর্ণ হবে? কিতাবে তো লেখা আছে এই সব এভাবেই ঘটবে।”
- মার্ক ১৫:২৯-৩১ যারা সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিল তারা মাথা নেড়ে ঈসাকে ঠাট্টা করে বলল, “ওহে, তুমি না বায়তুল-মোকাদ্দস ভেঙে আবার তিন দিনের মধ্যে তা তৈরী করতে পার! **এখন সলিব থেকে নেমে এসে নিজেকে রক্ষা কর!**” প্রধান ইমামেরা ও আলেমেরাও ঈসাকে ঠাট্টা করবার উদ্দেশ্যে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলেন, “ও অন্যদের রক্ষা করত, নিজেকে রক্ষা করতে পারে না।

আমরা কি দূর থেকে এই মহান সত্যটি বুঝতে পারি? ঈসা মসিহ, আল্লাহর পুত্রের ক্ষমতা ছিল এবং প্রকৃতপক্ষে, সলিববিদ্ধ এবং মৃত্যু থেকে **নিজেকে রক্ষা করতে পারতেন**। যে কোন সময় তিনি সলিব থেকে নেমে আসতে পারতেন। কিন্তু, ঈসা স্বেচ্ছায় আমাদের গুনাহের জন্য মৃত্যুদণ্ড দিতে সলিবে মৃত্যুবরণ করেছিলেন যাতে **আপনি এবং আমাকে স্বেচ্ছায় আল্লাহকে ভালবাসার ক্ষমতা দেওয়া হয়।**

সর্বস্বত্ব আল্লাহ, **তিনি হজরত আদম এবং হাওয়াকে সৃষ্টি করার আগে** এই অসম্ভব যন্ত্রণা এবং দায়গুলো দেখেছিলেন। তবুও আল্লাহ আমাদেরকে এতটাই ভালবাসতেন যে তিনি এটি করতে ইচ্ছুক ছিলেন যাতে আমরা তাকে ভালবাসতে বেছে নেওয়ার ক্ষমতা পেতে পারি।

এই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেমের গল্পটি ফ্রেম করতে সাহায্য করার জন্য, নিম্নলিখিত গঠনা সমূহ “শুরু থেকে” দেখা করা ভাল হতে পারে।

- পয়দায়েশ ১:১ সৃষ্টির শুরুতেই আল্লাহ আসমান ও জমীন সৃষ্টি করলেন।

- পয়দায়েশ ১:৩১ আল্লাহ তাঁর নিজের তৈরী সব কিছু দেখলেন। সেগুলো সত্যিই খুব চমৎকার হয়েছিল। এবিবি হাওয়াকে সন্ধ্যাও গেল সকালও গেল, আর সেটাই হল ষষ্ঠ দিন।
- পয়দায়েশ ৩:৯-১১ মাবুদ আল্লাহ হজরত আদমকে ডেকে বললেন, “তুমি কোথায়?” তিনি বললেন, “বাগানের মধ্যে আমি তোমার গলার আওয়াজ শুনেছি। কিন্তু আমি উলংগ, তাই ভয়ে লুকিয়ে আছি।” তখন মাবুদ আল্লাহ বললেন, “তুমি যে উলংগ সেই কথা কে তোমাকে বলল? যে গাছের ফল খেতে আমি তোমাকে নিষেধ করেছিলাম তা কি তুমি খেয়েছ?”

### তাকসির:

আল্লাহ আমাদের ভালবাসেন এবং চান যে আমরা তাকে ভালবাসি। প্রেম জোর করে করা যায় না, প্রেম হতে হবে স্বেচ্ছায়।

আল্লাহ একটি পরিবার চেয়েছিলেন। তিনি তাঁর সেবা করার জন্য যে কাউকে রোবটের মতো তৈরি করতে পারতেন। কিন্তু, আল্লাহ চেয়েছিলেন যে তাঁর সৃষ্টি তাকে স্বেচ্ছায় ভালবাসবে। এটি করার জন্য, তাদের একটি "মুক্ত-ইচ্ছা" পছন্দের প্রয়োজন হবে। ... কারণ প্রেমে জোর করা যায় না।

- ইউহোন্না ৩:১৬ “আল্লাহ মানুষকে **এত মহব্বত** করলেন যে, তাঁর একমাত্র পুত্রকে তিনি দান করলেন, যেন যে কেউ সেই পুত্রের উপর ঈমান আনে সে বিনষ্ট না হয় কিন্তু অনন্ত জীবন পায়।

আমাদের অল্প ভালবাসতে, কোন বাইরের শক্তি আল্লাহকে কিছু করতে বাধ্য করতে পারে না। আল্লাহ আমাদের ভালবাসেন, কারণ তিনি আমাদের ভালবাসতে চেয়েছিলেন! এই ভালবাসার কারণেই, আল্লাহর পুত্রকে আমাদের মৃত্যু-জনিত গুনাহের জন্য বাধ্যতামূলক মৃত্যুদণ্ড প্রদানের জন্য, এবং আমাদের নিখুঁত ধার্মিকতার বিকল্প হিসাবে জন্য কোরবানি হতে হয়েছিল।

হ্যাঁ, আল্লাহ তাই ভালবাসতেন এবং ভালবাসতে চেয়েছিলেন, তিনি আমার জন্য এবং আপনার জন্য মারা গেছেন। এবং যে কেউ তাঁর পুত্র, ঈসা মসিহের উপর আস্থা রেখে ক্ষমার প্রস্তাব গ্রহণ করবে।

- ১ তীমথিয় ২:৩-৬ আমাদের নাজাতদাতা আল্লাহর চোখে তা ভাল এবং এতেই তিনি খুশী হন। তিনি চান যেন সবাই নাজাত পায় এবং মসীহের বিষয়ে সত্যকে গভীরভাবে বুঝতে পারে। আল্লাহ মাত্র একজনই আছেন এবং আল্লাহ ও মানুষের মধ্যে মধ্যস্থ ও মাত্র একজন আছেন। সেই মধ্যস্থ হলেন মানুষ মসীহ ঈসা। তিনি সব মানুষের মুক্তির মূল্য হিসাবে নিজের জীবন দিয়েছিলেন। আল্লাহর ঠিক করা সময়ে সেই বিষয়ে সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে।

আমরা চাই আল্লাহ আমাদের ভালবাসুক, আমরা চাই আমাদের সকল সন্তান এবং আমাদের সকল বন্ধুরা আমাদের ভালবাসুক। সব মানুষ, সমস্ত পরিবার এবং সমস্ত প্রতিবেশীদের সাথে এটি এমনই হয়। আপনিও চান যে আমরা আপনাকে ভালবাসি, এবং আমরা চাই আপনি আমাদের ভালবাসেন।

কিন্তু, প্রেমে জোর করা যাবে না, তা হতে হবে স্বেচ্ছায়।

আল্লাহ চেয়েছিলেন হজরত আদম + বিবি হাওয়া তাঁকে ভালবাসুক। সৃষ্টির অন্য সব কিছুর মতোই কোনো কিছুর প্রকৃত মূল্যের বাস্তবতা সবসময় পরীক্ষার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়।

আল্লাহ হজরত আদম + বিবি হাওয়াকে সম্পূর্ণরূপে, সম্পূর্ণ আনন্দে পরিপূর্ণ হওয়ার জন্য সবকিছু দিয়েছেন, কিন্তু তারা কি তাকে রিজার্ভেশন ছাড়াই ভালবাসবে?

নিখুঁত প্রজ্ঞা এবং নিখুঁত প্রেম + দয়ায়, সার্বভৌম আল্লাহ এক এবং একমাত্র আইন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন হজরত আদম এবং বিবি হাওয়ার জন্য পরীক্ষা হিসাবে, তাদের জন্য, তাদের ভালবাসা সত্য এবং দাতার সত্যিকারের ভালবাসার উপর প্রতিষ্ঠিত কিনা, শুধুমাত্র ভালবাসা নয়; তার উপহার।

হ্যাঁ, হজরত আদম + বিবি হাওয়াকে জানার দরকার ছিল যে নিজেদের প্রতি তাদের ভালবাসা তাদের সৃষ্টিকর্তার প্রতি ভালবাসার চেয়ে বেশি দরকারি ছিলো!

- পয়দায়েশ ২:১৬-১৭ পরে মাবুদ আল্লাহ তাঁকে হুকুম দিয়ে বললেন, “তুমি তোমার খুশীমত এই বাগানের যে কোন গাছের ফল খেতে পার; কিন্তু নেকী-বদী-স্ত্রানের যে গাছটি রয়েছে তার ফল তুমি খাবে না, কারণ যেদিন তুমি তার ফল খাবে সেই দিন নিশ্চয়ই তোমার মৃত্যু হবে।”

হজরত আদম + বিবি হাওয়া ইতিমধ্যেই উত্তমতা জানত কারণ তারা বাগানে পবিত্র আল্লাহর সাথে নিখুঁত, অবিচ্ছিন্ন ঘনিষ্ঠ ছিল, কিন্তু, যদি তারা সেই গুণের গাছটি থেকে খেলে মন্দ তাদের কাছে একটি পরিচিত বাস্তবে পরিণত হবে।

তারা কি করবে? তারা কি নিষিদ্ধ ফল খাবে নাকি নাকি খাবে না?

শয়তান, বিবি হাওয়াকে একটি সহজ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, কৌশলে বিবি হাওয়ার মাধ্যমে আল্লাহকে প্রশ্ন করার জন্য প্রলুব্ধ করে।

- পয়দায়েশ ৩:১ ..... “আল্লাহ কি সত্যি তোমাদের বলেছেন ....?”

কারণ বিবি হাওয়া তার প্রেমময় সৃষ্টিকর্তাকে প্রশ্ন করার ভয়ঙ্কর চিন্তা থেকে পালিয়ে যাননি, বরং তার মধ্যে অহংকারের গুনাহ বপন করা হয়েছিল, নিষিদ্ধ হয়েছিল এবং একটি গুনাহ-ভরা চিন্তা হিসাবে পূর্ণ প্রকাশ হয়েছিল।

**মূর্তিপূজার সংজ্ঞা:** মূর্তিপূজার সারমর্ম হল এমন চিন্তার বিনোদন যা পবিত্র আল্লাহর অযোগ্য। মূর্তিপূজা সর্বদা মনের মধ্যে শুরু হয় এবং সেখানে উপস্থিত থাকতে পারে যেখানে এখনও কোন প্রকাশ্য উপাসনা হয়নি।

ঠিক সেই সময়ে, হজরত আদম + হাওয়া মূর্তিপূজক হয়ে ওঠে! তারা পবিত্র আল্লাহ, তাদের সৃষ্টিকর্তা এবং সমস্ত সৃষ্টির উপর কর্তৃত্ব মনে চলার সুস্পষ্ট যুক্তির উপর নিজেদের এবং তাদের নিজস্ব আবেগগত আকাঙ্ক্ষাকে উন্নীত করেছিল।

অহংকার এবং আল্লাহর থেকে স্বাধীন হতে চাওয়া হল একটি হলোকাস্ট-উত্পাদক, সংক্রামক রোগ, একটি সত্য সায়ানাইড বড়ি। ব্যর্থ না হয়ে, গুনাহ, যেমন আল্লাহ আগেই সতর্ক করেছিলেন, হজরত আদমের মৃত্যু এনেছিল এবং বিবি হাওয়া এবং সময়ের মধ্যে সেই এক মুহূর্ত থেকে জন্ম নেওয়া প্রতিটি ব্যক্তির কাছে মৃত্যু এনেছিল।

ভয়, বেদনা, আল্লাহর কাছ থেকে বিচ্ছিন্নতার ভয়ানক মুক্ত-পতন এই ভুল চিন্তা এবং তাদের পরবর্তী পছন্দের দ্বারা শুরু হয়েছিল।

তারপর শয়তান এই অকল্পনীয়ভাবে করুণ মিথ্যার পরিচয় দিল:

- পয়দায়েশ ৩:৪-৫ তখন সাপ স্ত্রীলোকটিকে বলল, “কখনও না, কিছুতেই তোমরা মরবে না। আল্লাহ জানেন, যেদিন তোমরা সেই গাছের ফল খাবে সেই দিনই তোমাদের চোখ খুলে যাবে। তাতে নেকী-বদীর গুণ পেয়ে তোমরা আল্লাহর মতই হয়ে উঠবে।”

হ্যাঁ, শয়তান আল্লাহকে মিথ্যাবাদী বলেছে এবং বিবি হাওয়া বা হজরত আদমের কাছ থেকে একেবারেই কোনো তিরস্কার পায়নি!

পৃথিবীতে প্রথমবার দুই ব্যক্তি, তাদের স্বাধীন মন এবং আবেগ দিয়ে, আল্লাহকে অবিশ্বাস করার জন্য বেছে নিয়েছিল, এবং পরিবর্তে চিন্তা করে শয়তানের পথ গ্রহণ করেছিল। তারা তাদের স্রষ্টার পরিবর্তে শয়তানকে বিশ্বাস করেছিল যে তাদের জন্য এবং তাদের সুখের জন্য কী করলো!

- ইয়াকুব ১:১৩-১৫ দিলে গুনাহের টান বোধ করলে কেউ যেন না বলে, “আল্লাহ আমাকে গুনাহের দিকে টানছেন।” কোন খারাপসাই আল্লাহকে গুনাহের দিকে টানতে পারে না, আর আল্লাহও কাউকে গুনাহের দিকে টানেন না। মানুষের দিলের কামনাই মানুষকে গুনাহের দিকে টেনে নিয়ে যায় এবং ফাঁদে ফেলে। তারপর কামনা পরিপূর্ণ হলে পর গুনাহের জন্ম হয়, আর গুনাহ পরিপূর্ণ হলে পর মৃত্যুর জন্ম হয়।

আপনি এবং আমি, এবং হজরত আদম + বিবি হাওয়া থেকে এই পৃথিবীতে জন্ম নেওয়া প্রতিটি মানুষই আল্লাহ-প্রত্যাখ্যানকারী প্রাণী যারা আল্লাহকে অবিশ্বাস করে।

মানুষ নিজের সম্পর্কে আল্লাহর সত্যকে অবিশ্বাস করে, যদিও তিনি **প্রতিদিন** সৃষ্টির মাধ্যমে, ব্যক্তির বিবেক দ্বারা এবং অনুপ্রাণিত লিখিত বাক্য (কিতাবুল মোকাদ্দাস) দ্বারা তাঁর অস্তিত্ব এবং নিজের সম্পর্কে সত্য ঘোষণা করেন। উপরন্তু, আল্লাহ আমাদের তাঁর নিজের পুত্র, ঈসা মসিহের মাধ্যমে অকাট্য সাক্ষ্য দিয়েছেন।

কারণ, এই গুনাহ-ভাইরাসটি হজরত আদম + বিবি হাওয়া থেকে তাদের সমস্ত বংশধরদের মধ্যে স্থানান্তরিত হয়েছিল, সমস্ত মানবজাতি গুনাহভাবে “আল্লাহ থেকে স্বাধীন” হতে চেয়েছিল এবং কেবলমাত্র গুনাহের জন্য আল্লাহর একমাত্র এবং একমাত্র গ্রহণযোগ্য কোরবানির রক্তের মাধ্যমে তাঁর সাথে পুনর্মিলন করা যেতে পারে।

- ইবরানী ৯:২২ মূসার শরীয়ত মতে প্রায় প্রত্যেক জিনিসই রক্তের দ্বারা পাক-সফ করা হয় এবং রক্তপাত না হলে গুনাহের মাফ হয় না।

ঈসা প্রায় ২০০০ বছর আগে পৃথিবীতে এসেছিলেন, আমাদের জন্য দেহে আল্লাহর দর্শন দিয়েছেন; একজন নিখুঁত, গুনাহহীন মানুষ হিসেবে, ইচ্ছাকৃতভাবে আমাদের গুনাহের বিকল্প হিসেবে কোরবানি হতে এসেছেন।

- ইউহোন্না ১৫:১২-১৫ আমার হুকুম এই, আমি যেমন তোমাদের মহব্বত করেছি তেমনি তোমরাও একে অন্যকে মহব্বত কোরো। কেউ যদি তার বন্ধুদের জন্য নিজের প্রাণ দেয় তবে তার চেয়ে **বেশী মহব্বত** আর কারণ নেই। যে সব হুকুম আমি তোমাদের দিই তা যদি তোমরা পালন কর তবেই তোমরা আমার বন্ধু। আমি তোমাদের আর গোলাম বলি না, কারণ মালিক কি করেন গোলাম তা জানে না; বরং আমি তোমাদের বন্ধু বলেছি, কারণ আমি পিতার কাছ থেকে যা কিছু শুনেছি তা তোমাদের জানিয়েছি।

কিন্তু, আল্লাহর মতো হতে চাওয়ার এই গুনাহ, যিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন, আমাদের সারাজীবনে জর্জরিত করবে। *আমরা আমাদের পদক্ষেপগুলিকে পরিচালনা করতে চাই [ইসাইয়া ৫৩:৬] এবং আমরা চাই না যে কেউ আমাদেরকে বলুক কি করতে হবে, এমনকি যদি এর অর্থ এই যে আমরা আমাদের পথে সফল হতে আল্লাহকে মিথ্যাবাদী বলি!*

শয়তান প্রবর্তিত যে মিথ্যা [চিত্তার ব্যাখ্যা] অনুসরণ করা হয়েছে। এই মিথ্যাটি প্রথম যেদিন বলা হয়েছিল এবং বিশ্বাস করেছিল সেদিন থেকেই প্রতিটি মানুষকে বেদনা ও যন্ত্রণার গভীরে নিয়ে গেছে:

**সেই মিথ্যাটি:** আপনি ততক্ষণ সুখী হবেন না যতক্ষণ না আপনি স্বাধীন, আপনার নিজের পথ পরিচালনা করছেন এবং আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে থাকা থেকে মুক্ত হছেন।"

#### সুখ বনাম জয়।

আগেই বলা হয়েছে, হজরত আদম + বিবি হাওয়ার আনন্দের পূর্ণতা ছিল, আল্লাহর সাথে সম্পূর্ণ, অবিচ্ছিন্ন ঘনিষ্ঠতা ছিল এবং তারা সমস্ত শারীরিক চাহিদায় কল্পনার বাইরে সন্তুষ্ট ছিল, তবুও, তাদের স্বাধীন ইচ্ছার দ্বারা তারা তাদের নিজস্ব সুখের অনুসরণ করতে চেয়েছিল!

শয়তান, তার প্রশ্নের দ্বারা বোঝায় যে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ অবিশ্বস্ত এবং তাদের কাছ থেকে কিছু "আবেগজনকভাবে পুরস্কৃত এবং ভাল" রাখার চেষ্টা করছেন। তিনি পরামর্শ দেন যে হজরত আদম + বিবি হাওয়া অনেক বেশি সুখী হবে যদি তারা আল্লাহর আদেশগুলি ফেলে দেয় যা তাদের ক্ষমতায় পূর্ণ হওয়ার জন্য তাদের সাধনা থেকে বিরত রাখে। শয়তান ইঙ্গিত করছে, "যদি আপনি নিজের আল্লাহ হয়ে যান [পয়দায়েশ ৩:৪-৫ এর পিছনে চিন্তাধারা] আপনি চূড়ান্ত সুখ এবং পরিপূর্ণতা পাবেন।"

সেই গুনাহ-ভরা মুহূর্ত থেকে, পুরুষ এবং নারীরা তাদের সুখের জন্য মরিয়া চেষ্টা করেছে, যা অস্থায়ীভাবে সর্বোত্তম এবং পৃথিবীতে তাদের জীবনের শেষের দিকে মুখে কেবল ধুলো এবং ছাই রেখে যাওয়ার গ্যারান্টি দেয়।

আমরা মদ্যপান, খাওয়া-দাওয়া, মাদকদ্রব্য, যৌনতা, অর্থ, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, বস্তুবাদ [সম্পদ অর্জন] ইত্যাদির মাধ্যমে আমাদের আবেগকে উদ্দীপিত করার মাধ্যমে এটি করি।

যার সবই গর্ত ভরা ব্যাগ নিয়ে আমাদের ছেড়ে চলে যায় ... জীবন ফুরিয়ে যায় এবং আমরা খালি, আবেগগতভাবে ধ্বংস হয়ে যাই এবং মৃত্যুর হতাশায় ভরা যা আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপে ছুটছে।

কিন্তু, আল্লাহ, তাঁর মহান ভালবাসা এবং করুণাতে, আমাদেরকে সেই হারানো, ভয়ঙ্কর, আশাহীন অবস্থায় রাখেননি।

আল্লাহ আমাদের বলছেন, আমার কাছ ফিরে এসো এবং আমি তোমাকে সুখের চেয়ে ভাল কিছু দেব, আমি তোমাকে আনন্দ দেব, যা চিরস্থায়ী! আল্লাহ তখন এটিকে কিতাবুল মোকাদ্দাসে লিখিতভাবে রেখেছেন। যা কেবল একটি ঐতিহাসিক রেকর্ড এবং তাঁর সৃষ্টির ভবিষ্যত সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে। এটি তাঁর নাজাত এবং হারানো মানুষের পুনর্মিলনের পরিকল্পনার বিষয়ে এবং পুরুষ এবং নারীর জন্য।

আমার জন্য, মানবজাতির মুক্তি, পুনর্মিলন এবং পুনর্জন্মের আল্লাহর পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করার সেরা বাক্যাংশটি হল: ঈসা মসিহর, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেমের গল্প।

কিন্তু, বরাবরের মতো, এই পরিকল্পনাটি আনার জন্য, আমাদের নিজেদের অবশ্যই হজরত আদম এবং বিবি হাওয়ার মতো পরীক্ষিত হওয়া উচিত।

আল্লাহর পথ দেখা বা বোঝা কঠিন নয় কারণ সেগুলো খুবই সহজ।

আল্লাহ আমাদের কাছে শুধুমাত্র একটি জিনিস করতে বলেন: **ঈমান আনতে ও নির্ভর করতে হবে** ঈসা মসিহ এবং তাঁর জীবন, মৃত্যু, সমাধি, পুনরুত্থান, বেহেস্তে আরোহণ এবং তাঁর সমস্ত সৃষ্টির উপর প্রভুদের প্রভু এবং রাজাদের রাজা হিসাবে তাঁর শীঘ্রই প্রত্যাবর্তনের উপর।

আল্লাহ এখনও সমস্ত নর-নারীকে জিজ্ঞাসা করছেন, যেমন তিনি হজরত আদম ও বিবি হাওয়াকে করেছিলেন, "তুমি কি আমাকে ভালবাসবে?"

১) ভালবাসা। "আমি তোমাকে ভালোবাসি! তুমি কি আমাকে ভালবাসবে?"

- ইউহোন্না ৩:১৬-১৭ "আল্লাহ মানুষকে এত মহব্বত করলেন যে, তাঁর একমাত্র পুত্রকে তিনি দান করলেন, যেন যে কেউ সেই পুত্রের উপর ঈমান আনে সে বিনষ্ট না হয় কিন্তু অনন্ত জীবন পায়। আল্লাহ মানুষকে দোষী প্রমাণ করবার জন্য তাঁর পুত্রকে দুনিয়াতে পাঠান নি, বরং মানুষ যেন পুত্রের দ্বারা নাজাত পায় সেইজন্য তিনি তাঁকে পাঠিয়েছেন।

আপনি যদি ঈসা মসিহে নির্ভর করেন এবং ঈমান আনেন তবে তিনি আপনাকে পৃথিবীতে আনন্দ দেবেন। কিন্তু, এমনকি একজন মসিহ-প্রেমিক হিসাবে, পৃথিবীতে থাকাকালীন আপনার আনন্দ এখনও অসম্পূর্ণ এবং অপূর্ণ থাকবে, কারণ নিবাসিত পাক রুহ উপহার দেওয়া হলেও আপনি পতিত মানবতার সাথে মিশে গেছেন।

ঈমানের মাধ্যমে, পাক রুহ নিখুঁত সময়ে শেষ করবেন, তাঁর পুনর্সৃষ্টির কাজ। পাক রুহ আপনাকে একটি সম্পূর্ণ নতুন প্রাণীতে পরিণত করবে এবং আপনাকে আজ আনন্দ দেবে (যদিও দুঃখের সাথে মিশ্রিত)। তার চেয়েও বড় কথা, তিনি আপনার মৃত্যুর পর কোনো দুঃখ ছাড়াই আপনাকে অনন্ত আনন্দ দেবেন।

- ২ করিন্থীয় ৫:১৭-২১ যদি কেউ মসীহের সংগে যুক্ত হয়ে থাকে তবে **সে নতুনভাবে সৃষ্ট হল**। তার পুরানো সব কিছু মুছে গিয়ে সব নতুন হয়ে উঠেছে। এই সব আল্লাহ থেকেই হয়। তিনি মসীহের মধ্য দিয়ে তাঁর নিজের সংগে আমাদের মিলিত করেছেন, আর তাঁর সংগে অন্যদের মিলন করিয়ে দেবার দায়িত্ব আমাদের উপর দিয়েছেন। এর অর্থ হল, আল্লাহ মানুষের গুনাহ না ধরে মসীহের মধ্য দিয়ে নিজের সংগে মানুষকে মিলিত করছিলেন, আর সেই মিলনের খবর জানাবার ভার তিনি আমাদের উপর দিয়েছেন। সেইজন্যই আমরা মসীহের দূত হিসাবে তাঁর হয়ে কথা বলছি। আসলে আল্লাহ যেন নিজেই আমাদের মধ্য দিয়ে লোকদের কাছে অনুরোধ করছেন। তাই মসীহের হয়ে আমরা এই মিনতি করছি, "তোমরা আল্লাহর সংগে মিলিত হও।" ঈসা মসীহের মধ্যে কোন গুনাহ ছিল না; কিন্তু আল্লাহ আমাদের গুনাহ তাঁর উপর তুলে দিয়ে তাঁকেই গুনাহের জায়গায় দাঁড় করালেন, যেন মসীহের সংগে যুক্ত থাকবার দরুন আল্লাহর পবিত্রতা আমাদের পবিত্রতা হয়।

২) বিশ্বাস।

"আপনি কি ঈসা মসিহকে আল্লাহর নিখুঁত পুত্র এবং আপনার ত্রাণকর্তা হিসাবে বিশ্বাস করবেন? আপনি কি বিশ্বাস করবেন যে ঈসার মৃত্যু এবং রক্তপাত আপনার সমস্ত গুনাহের জন্য প্রয়োজনীয় "মৃত্যুদণ্ড" প্রদান করেছে?"

- ইফিষীয় ১:৭ আল্লাহর অশেষ রহমত অনুসারে মসীহের সংগে যুক্ত হয়ে তাঁর রক্তের দ্বারা আমরা মুক্ত হয়েছি, অর্থাৎ গুনাহের মাফ পেয়েছি।

আপনি যদি ঈসাতে নির্ভর করেন এবং ঈমান আনেন তবে আপনি রক্ষা পাবেন। এটা স্পষ্টভাবে আল্লাহর দ্বারা ঘোষণা করা হয়েছে যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং মিথ্যা বলতে পারেন না।

এটা ঈসা সম্পর্কে সব! আপনার বন্ধুরা - WIFM ক্যাম্পাস।

আপনাদের প্রত্যেকের প্রতি আমাদের সমস্ত ভালবাসা,  
ঈসা মসিহতে,  
জন + ফিলিস